দৈনিক সংবাদ

তারিখ 03 JUL 1984
পৃষ্ঠা 1 কলাম 5

১৮ই আষাঢ়, ১৩৯১ বাং

14

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ফি নিতে দেয়া হয়নি।। রোগী ভর্তি বন্ধ

(মেডিক্যাল রিপোর্টার)

মেডিক্যাল ছাত্র ও বিভিন্ন সংগঠনের চাপের মুখে গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আউটডোর ও জরুরী বিভাগে ফির বিনিময়ে রোগী ভর্তি বন্ধ ছিল। ফলে হাসপাতালে আগত রোগীদের অধিকাংশই চিকিৎসা ছাড়াই ফিরে যেতে বাধ্য হয়, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডাক্তাররা সাদা কাগজে প্রেসক্রিপশন করে রোগী দেখেছেন।

গত পরশু বুধবার থেকে সরকারী নির্দেশে দেশের হাসপাতালগুলোতে ভর্তি ফি নিয়ে রোগী দেখার নিয়ম চালু করা হয়। এই আদেশ কার্যকরী হবার দ্বিতীয় দিনে গতকাল ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মেডিক্যাল ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধভাবে হাসপাতাল আউট ডোরে ভর্তি ফি নেয়া প্রতিরোধ করে। এ উপলক্ষে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হয়ে একাধিক প্রতিরোধ জরুরী বিভাগে রোগীদের ভর্তি ফি প্রদান থেকে বিরত রাখে এবং ভর্তি ফি ছাড়াই চিকিৎসা করার জন্য ডাক্তারদের চাপ দেয়। ডাক্তার এতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে আউটডোর এবং জরুরী বিভাগের মাধ্যমে গতকাল কোন রোগী ভর্তি হয়নি। হাসপাতাল থেকে ঐ রোগীদের কোন ওষুধও প্রদান করা হয়নি।

সকাল ১১টার দিকে মেডিক্যাল ছাত্র ও কর্মচারীদের একটি বিক্ষোভ মিছিল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। মিছিল শেষে ছাত্র নেতৃবৃন্দ হাসপাতাল পরিচালকের সাথে দেখা করে একটি স্মারকলিপি জমা দেন। ছাত্র নেতৃবৃন্দ হাসপাতালে ভর্তি ফি নেয়া থেকে বিরত থাকার জন্য পরিচালকদের নিকট দাবী জানালে পরিচালক তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং জানান, সরকারী আদেশ অমান্য করতে তিনি অপারগ।

দুপুর সাড়ে ১২টায় নগর জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল একটি বিক্ষোভ মিছিলসহ হাসপাতালে আসে এবং হাসপাতাল পরিচালকের কক্ষ অবরোধ করে তাঁর নিকট স্মারকলিপি প্রদান করেন। পরে তাঁরা

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

রোগী ভর্তি বন্ধ

(১ম পাতার পর)

হাসপাতাল কর্মচারীর ও মেডিক্যাল ছাত্র ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দের সাথে এক বিক্ষোভ সভায় মিলিত হন।

এদিকে কেন্দ্রীয় মেডিক্যাল ছাত্রঐক্য পরিষদ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, যেকোন মূল্যে আউটডোরে ফি নেয়া বন্ধ করতে হবে। এ ব্যাপারে সম্মিলিতভাবে সহযোগিতা করার জন্য ঐক্য পরিষদ ছাত্র জনতার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরো উল্লেখ করা হয় যে, আগামী ৪ঠা জুলাইয়ের মধ্যে আউটডোরে ভর্তি ফি গ্রহণ বন্ধ না করলে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য সরকার এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন।

ডাক্তাররা সহযোগিতা না করলে ছাত্ররা বিকল্প আউটডোর প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রশ্নে চিন্তা ভাবনা করছে।